গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের জন্য পাবসস সহায়ক নির্দেশিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

জুন ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের জন্য পাবসস সহায়ক নির্দেশিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

জুন ২০১৫

রচনা ও সংকলন
মোঃ এজাজ মোর্শেদ চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী (এনভায়রনমেন্ট), আইডব্লিউআরএম ইউনিট
তরু কুমাগাই, চীফ এ্যাডভাইজার, জাইকা-এলজিইডি টিএ প্রজেক্ট
হিকারু সুগিমোতো, আইসিডি এক্সপার্ট, জাইকা-এলজিইডি টিএ প্রজেক্ট
ড. মজিবর রহমান, সিনিয়র আইডিএস (পিআইসি, পিএসএসডব্লিউআরএসপি)

সম্পাদনা
এ কে এম সাহাদাত হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওএন্ডএম)
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকাশনায় ও আর্থিক সহযোগিতায়
ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট ফর পার্টিসিপেটরী ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট থ্রু ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভলপমেন্ট (জাইকা-এলজিইডি টিএ প্রজেক্ট)
জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)

প্রকাশ কাল
প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০১৫

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

১.০ সূচনা ১
১.১ পাবসস সহায়ক নির্দেশিকার উদ্দেশ্য...১
১.২ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) ১
১.৩ ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার...১
২.০ ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউডিসিসি) ৪
২.১ ইউডিসিসি'র কাঠামো ৪
২.২ ইউডিসিসি সভা ৫
২.৩ ইউডিসিসি'র কার্যাবলী ৫
২.৪ ইউডিসিসি এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর হতে পাবসস এর প্রত্যাশিত সহায়তা গ্রহণ পদ্ধতি ৬
২.৫ ইউডিসিসি'র উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা/অবদানসমূহ যা পাবসস-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে............৭
২.৬ পাবসস এর দারিদ্র্য দূরীকরণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইউডিসিসি/জাতি গঠনমূলক বিভাগের সম্পৃক্ততা ৭
২.৭ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৮
৩.০ ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নে পাবসস-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য ৯
৪.০ পাবসস ব্যবস্থাপনা ১১
৪.১ পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি ১১
৪.২ পাবসস-এর পদবীধারী নেতৃবৃন্দ..১১
৪.৩ পাবসস সভা ১১
৪.৪ পাবসস-এর অধীন বিষয় ভিত্তিক উপ-কমিটি ১২
৫.০ পানি সম্পদ অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) কাজে পাবসস এর কর্মপরিধি ১২
৬.০ পাবসস এর ঋণ কার্যক্রম ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড ১৪
৬.১ ঋণ কার্যক্রম ১৪
৬.২ আয়বর্ধক কর্মকান্ড ১৫
৭.০ দ্বন্দ্ব নিরসন (বিরোধ মিমাংসা)..১৬
৮.০ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও উপ-প্রকল্পের বৃত্তান্ত...১৭
৮.১ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় পুরস্কার কি এবং কেন?......................................১৭
৮.২ পুরস্কারের শ্রেণিবিভাগ ও ধরণ...১৭
৮.৩ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা ১৮
৮.৩.১ জেলা পর্যায়ে মূল্যায়ন...১৯
৮.৩.২ সদর দপ্তর পর্যায়ে মূল্যায়ন..১৯
৮.৪ জাতীয়ভাবে পুরস্কার প্রদান..১৯
৮.৫ পুরস্কার প্রাপ্ত কয়েকটি পাবসস ও উপ-প্রকল্পের বৃত্তান্ত ১৯
৮.৫.১ পানি সম্পদ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ সমিতি শ্রেণিতে ২০১৪ সালে জাতীয় পুরস্কার.....১৯
৮.৫.২ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমসহ টেকসই প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও পরিচালনায় শ্রেষ্ঠ সমিতি শ্রেণিতে ২০১৪ সালে জাতীয় পুরস্কার...২০
৮.৫.৩ সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বদানকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শ্রেণিতে ২০১৪ সালে জাতীয় পুরস্কার নবগঙ্গা খাল উপ-প্রকল্প..২২

সংযোজনী

সংযোজনী-১..২৩

সংক্ষেপণ ও আদ্যাক্ষর সমষ্টির তালিকা

বার্ড (BARD)	ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী
বিআরডিবি (BRDB)	ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
সিবিও (CBO)	ঃ কমিউনিটি বেজড্ অর্গানাইজেশন
ডিএলএস (DLS)	ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
ডিওএফ (DOF)	ঃ মৎস্য অধিদপ্তর
ডিপিএইচই (DPHE)	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
এলজিইডি (LGED)	ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এনবিডি (NBD)	ঃ জাতি গঠণমূলক বিভাগ
এনজিও (NGO)	ঃ বেসরকারি সংস্থা
এনআইএলজি (NILG)	ঃ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
ওএন্ডএম (O&M)	ঃ পারিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
পিসি (PC)	ঃ প্রকল্প পরামর্শক
পিআইসি (PIC)	ঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন পরামর্শক
পিআরডিপি (PRDP)	ঃ অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প
আরডিএ (RDA)	ঃ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী
এসআরডিআই (SRDI)	ঃ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনিস্টটিউট
ইউসিসিএম (UCCM)	ঃ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা
ইউডিসিসি (UDCC)	ঃ ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
ইউডিসিসিএম (UDCCM)	ঃ ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা
ইউপি (UP)	ঃ ইউনিয়ন পরিষদ
ডব্লিউএমসিএ (WMCA)	ঃ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য হ্রাসকরা বাংলাদেশ সরকারের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) গ্রামীণ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য কমিয়ে আনতে বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ পানি সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। পানি সম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রয়াস শুরু হয় মূলত: ষাট এর দশক থেকে তৎকালীন পল্লী পূর্ত কর্মসূচির আওতায়। এরপর বিভিন্ন পরিকল্পনা/কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প (১ম ও ২য় পর্যায়) এর আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন, বন্যা ব্যবস্থাপনা বাঁধ, সেচ অবকাঠামো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। এ ছাড়া বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর অঞ্চলে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা) এবং অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় আরও উপ-প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। এসব উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ সুবিধা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ স্বল্প আয়ের কৃষি ও মৎস্যজীবি পরিবারগুলোর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বিশেষ অবদান রাখছে।

এসব ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো কার্যকরী রাখার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি সম্পদ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ উপকারভোগীদের সংগঠন, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি'র ওপর ন্যস্ত আছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহকে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারগণের কাছ থেকে সেবা ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারগণ যাতে করে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে তাদের প্রদেয় সেবা ও সহযোগিতার বিষয় এবং পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস এ নির্দেশিকাটি ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারগণের জন্য ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে সেবা ও সহায়তা প্রদানে যথাযথ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ নির্দেশিকাটি প্রণয়ন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(শ্যামা প্রসাদ অধিকারী)

১.০ সূচনা

১.১ পাবসস সহায়ক নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

এ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারগণ যাতে পাবসসকে সহায়তা করতে পারে তার জন্য তাদের

- পাবসস-এর কার্যাবলী; এবং
- স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

১.২ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস), এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প ভিত্তিক সমবায় সমিতি যা উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত ও সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত।

১.৩ ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় ইউনিয়ন পর্যায়ে নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারী/প্রতিষ্ঠান/বিভাগকে স্টেকহোল্ডার হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

১) ইউনিয়ন পরিষদ

- চেয়ারম্যান;
- সচিব;
- সকল ইউপি সদস্যগণ।

২) জাতি গঠনমূলক বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যেমনঃ

- উপ সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি;
- কমিউনিটি অর্গানাইজার, এলজিইডি;
- উপ সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;
- মাঠ সংগঠক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি);
- মাঠ সহকারী, মৎস্য অধিদপ্তর;
- ভেটেরেনারী ফিল্ড এ্যাসিসট্যান্ট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

৩) এছাড়াও ইউডিসিসি'র অন্যান্য সদস্য এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অন্যান্য বিভাগ যারা পাবসস কার্যক্রমে সহায়তা করতে পারেন তারা পাবসসের ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার হিসাবে বিবেচিত হবেন।

ইউনিয়ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারগণ পাবসসকে নিম্নলিখিত সহায়তা প্রদান করতে পারেনঃ

ক. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

১) উপ-প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা;
২) ইউনিয়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ও স্কীম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সহযোগিতা;
৩) রাস্তা-ঘাট মেরামত/নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা।

খ. সমবায় অধিদপ্তর

১) সমবায় আইনের আওতায় সমবায় সমিতিকে নিবন্ধন দেয়া;
২) পাবসসের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং কোন সমস্যা থাকলে তার সমাধান করা;

৩) যথাসময়ে মাসিক সভা ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা;
৪) পাবসস হিসাব পর্যবেক্ষণ করা;
৫) বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষণ করা;
৬) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে পাবসস সদস্যদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৭) পাবসস সম্পর্কিত বিষয়ে অনুপ্রেরণার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
৮) সদস্য অন্তর্ভুক্তি; এবং
৯) সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয় বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান।

গ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

নিম্নরূপ বিষয়ে সেবা প্রদান করতে পারেঃ

১) দলীয় সভা এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে কারিগরি তথ্য সরবরাহ;
২) কৃষকের তথ্য চাহিদা নির্ণয় করে বার্ষিক কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
৩) উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা বিষয়সমূহ খামারে প্রয়োগের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

ঘ. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই)

নিম্নরূপ বিষয়ে সেবা প্রদান করতে পারেঃ

১) মৃত্তিকা সম্পদের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
২) পুষ্টিমাত্রা নির্ণয় করে মাটির স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান;
৩) নির্দিষ্ট মাত্রায় সার প্রয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান।

ঙ. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডিএলএস)

নিম্নরূপ বিষয়ে সেবা প্রদান করতে পারেঃ

১) উচ্চ ফলনশীল গোখাদ্যের উপর প্রদর্শনী;
২) গোখাদ্য উৎপাদনের জন্য বীজ ও উপকরণ সরবরাহ;
৩) সমন্বিত হাঁস-ধান চাষ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ;
৪) টিকাদান ও কৃত্রিম প্রজনন।

চ. মৎস্য অধিদপ্তর (ডিওএফ)

নিম্নরূপ বিষয়ে সেবা প্রদান করতে পারেঃ

১) বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন;
২) মৎস্য উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন মনিটরিং;
৩) মৎস্য উৎপাদন কৌশল স্থানান্তরের জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
৪) মৎস্য উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

ছ. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ)-বগুড়া

পাবসস কৃষকদের নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেঃ

১) খামারে পানি ব্যবস্থাপনা;

২) দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৩) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

জ. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-কুমিল্লা

পাবসসকে দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা দিতে পারে।

ঝ. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেঃ

১) আয়বর্ধক কর্মকান্ড;
২) নারীর ক্ষমতায়ন;
৩) সচেতনতা বৃদ্ধি;
৪) টেকসই পরিবেশ;
৫) জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সকল বিষয়।

ঞ. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

নিম্নরূপ বিষয়ে সেবা প্রদান করতে পারেঃ

১) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা;
২) নলকূপের পানিতে আর্সেনিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা;
৩) উঠান বৈঠকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
৪) জনগণ যাতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে তা নিশ্চিত করা;
৫) অকেজো বা বিকল নলকূপ মেরামত করা।

ট. সমাজ সেবা অধিদপ্তর

নিম্নরূপ বিষয়ে সেবা প্রদান করতে পারেঃ

১) পাবসস সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসমূহে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান;
২) পাবসস সদস্যদের জন্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক স্কীমের আওতায় সহায়তা প্রদান।

ঠ. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

অধিদপ্তরটি পাবসস সদস্যদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডের প্রশিক্ষণ বিষয়ে সহায়তা প্রদান করতে পারে।

ড. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

নিম্নলিখিত বিষয়ে সেবা প্রদান করতে পারেঃ

১) প্রাথমিক স্বাস্থ্য;
২) প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা;
৩) শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা;
৪) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ।

ঢ. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

নিম্নরূপ বিভিন্ন পরামর্শমূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ সেবা প্রদান করতে পারেঃ

১) পরিবার পরিকল্পনার সুফল সম্পর্কে এলাকাবাসীকে অবহিত করা;
২) পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা;
৩) পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

২.০ ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউডিসিসি)

টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি উপজেলায় পিআরডিপি (অংশগ্রহণমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প) এর ইউসিসিএম (ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা) থেকে ইউডিসিসি'র সৃষ্টি হয়।

ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউসিসি) এবং ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা (ইউসিসিএম) সেবা সরবরাহকারী ও সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপনে চালিকাশক্তি হিসেবে অত্যন্ত ফলপ্রসু বলে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশ সরকার উক্ত কমিটি ও সভার সফলতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ এর আওতায় ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে ইউডিসিসি পরিপত্র জারি করে যা ১৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে সংশোধিত হয়।

২.১ ইউডিসিসি'র কাঠামো

১	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সভাপতি
২	ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য	সদস্য
৩	ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিসমূহের সভাপতিগণ	সদস্য
৪	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৫	সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৬	উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৭	ভেটেরেনারী ফিল্ড এ্যাসিসট্যান্ট, প্রাণিসম্পদঅধিদপ্তর	সদস্য
৮	ভেটেরেনারী ফিল্ড এ্যাসিসট্যান্ট (কৃত্তিম প্রজনন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৯	ফিল্ড এ্যাসিসট্যান্ট, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১০	উপ-সহকারী কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১১	স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১২	সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৩	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	ইউনিয়ন সমাজ কর্মী, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৬	ইউনিয়ন দলনেতা, আনসার ও ভিডিপি	সদস্য
১৭	টিউবওয়েল মেকানিক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৮	কমিউনিটি অর্গানাইজার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৯	মাঠ সংগঠক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
২০	ম্যারেজ রেজিস্ট্রার (কাজী) [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত]	সদস্য
২১	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১ জন, প্রাথমিক বিদ্যলয়ের ১ জন)	সদস্য
২২	ইউনিয়ন এলাকার মাঠ পর্যায়ে কর্মরত এনজিও প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
২৩	গ্রাম সংগঠনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
২৪	স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
২৫	ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
২৬	নারী প্রতিনিধি (২ জন)	সদস্য
২৭	Union Development Officer (UDO)	সদস্য
২৮	হেডম্যান (১ জন) শুধুমাত্র পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য প্রযোজ্য	সদস্য
২৯	কারবারী (১ জন) শুধুমাত্র পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য প্রযোজ্য	সদস্য
৩০	ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	সদস্য-সচিব

নোটঃ সরকারি সকল বিভাগকে জাতি গঠনমূলক বিভাগ (এনবিডি) হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইউডিসিসি পরিপত্র সংযোজনী-১ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২.২ ইউডিসিসি সভা

ইউডিসিসি সভা কমপক্ষে প্রতি দুই মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে। সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ০৭ কার্যদিবস আগে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। বিজ্ঞপ্তির সাথে বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন সংযুক্ত থাকবে। সভার প্রধান আলোচনা, সিদ্ধান্তসমূহ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সকল অফিসে প্রেরণ করতে হবে।

সভার প্রধান আলোচ্যসূচির একটি নমূনা নিম্নরূপঃ

ক) বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;
খ) বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি হালনাগাদকরণ;
গ) বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
ঘ) ইউনিয়ন এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সেবা সরবরাহ পরিস্থিতি ও অগ্রগতি পর্যালোচনা;
ঙ) পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচিসমূহ নির্ধারণ; এবং
চ) বিবিধ।

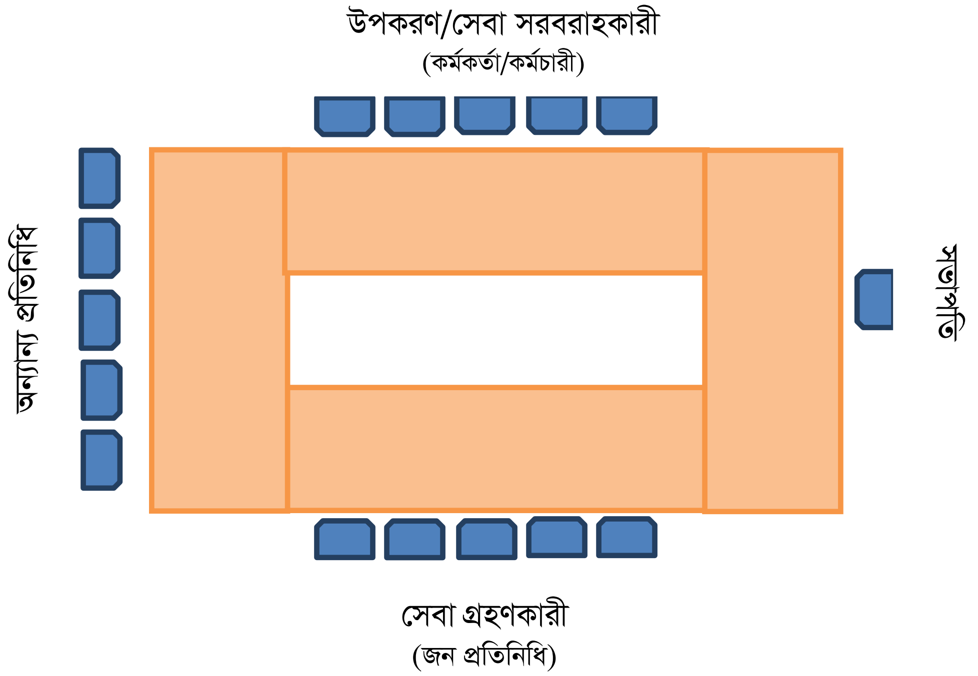

চিত্র-১ ইউডিসিসি সভা

২.৩ ইউডিসিসি'র কার্যাবলী

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ইউডিসিসি'র কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

১) ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সাধারণভাবে ইউনিয়নের সকল আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করবে;

২) ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সকল বিভাগীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করবে;

৩) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে বিদ্যমান সেবা প্রদান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে, বাস্তবভিত্তিক চাহিদা নিরূপন বা ইউনিয়নে কর্মরত সকল উন্নয়ন সহযোগীর মাধ্যমে নিরূপিত চাহিদা পূরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করবে;

৪) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে সকল উন্নয়ন সহযোগী থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহারে সমন্বয় সাধন করবে;

৫) স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৬) ইউনিয়নবাসীর জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২.৪ ইউডিসিসি এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর হতে পাবসস এর প্রত্যাশিত সহায়তা গ্রহণ পদ্ধতি

১) বিভিন্ন কর্মকর্তাদের পাবসসের সভায় আমন্ত্রণ করা

পাবসস বিভিন্ন ধরণের সভার আয়োজন করে থাকে যেমন-সাপ্তাহিক সভা, মাসিক সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সভা। এসব সভায় বিভিন্ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য পর্যায়ক্রমে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।

২) বিভিন্ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত সভা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা

উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সভা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকেন। এসব সভা ও প্রশিক্ষণে পাবসস সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরীর জন্য পাবসস প্রতিনিধিগণকে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।

৩) ইউডিসিসি সভায় অংশগ্রহণ করা

সাধারণতঃ দুই মাসে একবার অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সভাপতি/সম্পাদক অংশগ্রহণ করে পাবসস এর কাজের অগ্রগতি অবহিত করবেন। উপজেলা এলজিইডি'র উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও কমিউনিটি অর্গানাইজার এর ইউডিসিসি সভায় যোগদানের বিষয়ে এবং এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উপজেলা প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

৪) স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সভা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা

পাবসস স্থানীয়ভাবে কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সভা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে শিখতে পারে। পাবসস তার সদস্যদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারেঃ

১) মিডওয়াইফ বা দাই;

২) হাঁস-মুরগী পালন;

৩) সেলাই প্রশিক্ষণ;

৪) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফল চাষ;

৫) মৎস্য চাষ;

৬) গরু-গাভী পালন;

৭) জমি ক্রয়-বিক্রয়;

৮) জমি নিবন্ধন;

৯) বাচ্চার যত্ন ও পুষ্টি ইত্যাদি।

২.৫ ইউডিসিসি'র উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা/অবদানসমূহ যা পাবসস-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে[১]

১) ইউডিসিসির আওতায় উর্ধ্বমুখী পরিকল্পনা ও নিম্নমুখী জবাবদিহিতা

- সাতক্ষীরা জেলার ০৭টি উপজেলার ৭৮টি ইউনিয়ন পরিষদেই ইউডিসিসি গঠন করা হয়েছে এবং নিয়মিত ইউডিসিসি সভাও হচ্ছে। ওয়ার্ড সভার আলোচনাগুলো ইউডিসিসি সভায় পর্যালোচিত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে তা উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনেও স্থান পাচ্ছে।
- শ্যামনগর উপজেলার পদ্মপুকুর এবং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন ৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের সংস্কার কাজের জন্য ৩টন গম অনুদান হিসাবে দিয়েছে।
- দেবহাটা উপজেলার পারুলিয়া ইউপি এলজিএসপি-২ এর বরাদ্দ থেকে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের মঙ্গলের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের জন্য মোট ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা প্রদান করেছে।

২) নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ "ইউপি, ডিপিএইচই, এনজিও, সিবিও"

- রাজশাহী জেলার পবা, মোহনপুর এবং বাগমারা উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ, এনজিও এবং গ্রাম উন্নয়ন কমিটি সমন্বিত উদ্যোগে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

৩) টিকাদান কর্মসূচি

- সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার টেটলি ইউনিয়ন এবং ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার ডিক্রিরচর ইউনিয়নের ইউডিসিসি সভায় গরু-ছাগলের ভ্যাকসিনের উপর জোর দাবি উঠে। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সকলেই নিজ নিজ গবাদি পশু এনে জড়ো করে সেখানেই টিকা দানের ব্যবস্থা করা হয়।
- এ রকম অনেক ইউনিয়ন আছে যেখানে নিয়মিত ইউডিসিসি সভা হচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন ধরণের সেবা যেমন কৃষি, মৎস্য, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং আরো অনেক কাজ জনগণের দোরগোড়ায় পৌছেছে।

২.৬ পাবসস এর দারিদ্র্য দূরীকরণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইউডিসিসি/জাতি গঠনমূলক বিভাগের সম্পৃক্ততা

১) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ;

২) প্রতিটি পাবসসের একটি দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা রয়েছে। বার্ড/আরডিএ এর সক্রিয় সহযোগিতায় পাবসস এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে;

৩) দারিদ্র্য হ্রাস পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত মূল বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

ক) পাবসসের সাংগঠনিক কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি যেমন- সদস্য ভর্তি, শেয়ার বিক্রয়, সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুঁজি গঠন, পুঁজি বিনিয়োগ ও সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
খ) উপ-প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ;
গ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি;
ঘ) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি;
ঙ) মহিলা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন;
চ) শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ পানি এবং পরিবার পরিকল্পনা;
ছ) প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড।

---

[১] ইউডিসিসি বিষয়ক হ্যান্ডবুক, এনআইএলজি, ২০১৩ থেকে গৃহীত

৪) উপ-প্রকল্প এলাকাকে উন্নয়ন ব্লক ‘Development Block’ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫) একটি উপ-প্রকল্প/পাবসস গড়েঃ

ক) ০৫ টি গ্রাম;

খ) ৬৫০ খানা;

গ) ৪৫০ এর অধিক উপকারভোগী খানা;

ঘ) ৪০০-৪২৫ সদস্য (এক তৃতীয়াংশ নারী); এবং

ঙ) ৬০০ হেক্টর উপকৃত এলাকা সমন্বয়ে গঠিত।

৬) জাতিগঠনমূলক বিভাগের কর্মীগণ পাবসসের কার্যকরি কমিটির সভায় যোগদান করতে পারে এবং বিভাগীয় কার্যক্রম ও সেবাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন।

৭) দারিদ্র্য বিমোচন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতি গঠনমূলক বিভাগের কর্মীগণ সর্বাত্মক সহায়তা ও সহযোগিতা দিতে পারেন।

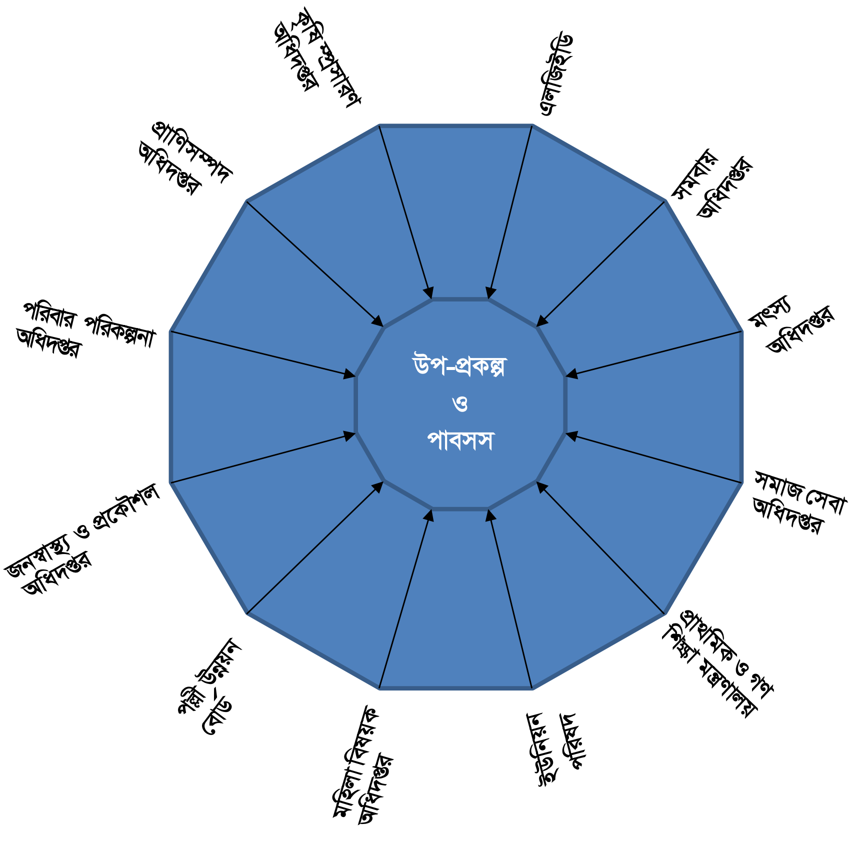

চিত্র-২ জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও পাবসস-এর সম্পর্ক

২.৭ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক) বন্যা, নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা, পানি সংরক্ষণে সমস্যা ও সেচের পানি সরবরাহে অসুবিধা ইত্যাদি পানি সম্পদ বিষয়ক সমস্যা সমাধান;

খ) স্থানীয় পানি সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) ইউনিয়ন ভিত্তিক পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ;

ঘ) পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে অবহিতকরণ;

ঙ) স্থানীয় জনগণ কর্তৃক পানিসম্পদ বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) চিহ্নিত পানি সম্পদ বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের সভায় উপস্থাপন;

ছ) উপস্থাপিত পানি সম্পদ বিষয়ক সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন পরিষদের সভায় সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনা ও সভার কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্তি;

জ) চিহ্নিত সমস্যা কবলিত এলাকা ১,০০০ হেক্টর বা তার কম হলে সমাধানের উপায়সহ উপ-প্রকল্প ধারণা তৈরী;

ঝ) চিহ্নিত সমস্যার বিবরণ, সমস্যা সমাধানের জন্য সম্ভাব্য উপায় এবং উপ-প্রকল্পধারণা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় সরবরাহকৃত 'উপ-প্রকল্প চিহ্নিত ফর্ম' (ফর্ম-১) পূরণ;

ঞ) পূরণকৃত ফর্ম-১ উপ-প্রকল্প প্রস্তাব হিসেবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ;

ট) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি, এলজিইডি'র জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষর ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি সম্পাদন;

ঠ) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন, অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে কোন দ্বন্দ্ব (বিরোধ) সৃষ্টি হলে নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

ড) বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপদেষ্টা হিসেবে পাবসসকে কার্যকর ও গঠনমূলক সহায়তা প্রদান;

ঢ) ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের নির্মাণ পরিবীক্ষণ কমিটিতে ০২ (দুই) জন ইউপি সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.০ ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়নে পাবসস-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. সমিতি পরিচালনায় দায়িত্ব ও কর্তব্য

পাবসস এর সঠিক ও নিয়মিত ব্যবস্থাপনার জন্য করণীয় বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১) সমিতির অফিস

শুরুতে ভাড়াকৃত স্থানে অফিস স্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু পাবসস গঠনের পর যত দ্রুত সম্ভব নিজস্ব জায়গায়/ঘরে অফিস স্থাপন করতে হবে।

২) হিসাব রক্ষক

অফিসের জন্য হিসাব রক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৩) সদস্যভুক্তি

উপকারভোগী সকল পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্যকে পাবসস সদস্য করতে হবে। তবে শুরুতে কমপক্ষে একজন করে সদস্য করতে হবে।

৪) মূলধন গঠন

সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রি ও তাদের কাছ থেকে সঞ্চয় আদায় করে মূলধন গঠন এবং বৃদ্ধি করতে হবে।

৫) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

সমবায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি করে সভার আয়োজন করতে হবে। সিদ্ধান্তবলী পাবসস এর সভার কার্যবিবরণী লেখার বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৬) সাপ্তাহিক সভা

যে কারণে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক সভা করতে হবে তা হলঃ

- সাধারণ সদস্যদের কাছ থেকে সাপ্তাহিক সঞ্চয় আমানত, ঋনের কিস্তি, ওএন্ডএম এর জন্য চাঁদা ইত্যাদি আদায় করা;
- সমিতির বিভিন্ন কাজ কর্ম সম্পর্কে সদস্যদের অবহিত রাখা; এবং
- সমিতির ব্যাপারে সদস্যদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৭) বার্ষিক সাধারণ সভা

সমবায় আইন মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করতে হবে। এ সভা হল সমিতির সকল সদস্য/সদস্যার সভা। এ সভায় সদস্যদের কাছে সমিতির ম্যানেজিং কমিটি বিগত বছরের সম্পাদিত কাজ-কর্মের খতিয়ান পেশ করেন এবং অনুমোদন গ্রহণ করেন।

৮) নির্বাচন

সমবায় আইন মোতাবেক নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন করতে হবে।

- প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ দুই বছর। মেয়াদ শেষ হবার আগেই নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে যথাসময়ে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে;
- ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি নির্বাচিত হয়, তাহলে আইনের বিধান মতে তিন বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পরবর্তী নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

৯) হিসাব রক্ষণ ও পরিচালনা

সমবায় আইন মোতাবেক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পাবসস এর হিসাব রক্ষণ ও পরিচালনা করতে হবে।

১০) বার্ষিক অডিট

সমবায় আইন মোতাবেক সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তার মাধ্যমে পাবসস এর বিগত অর্থবছরের অডিট করাতে হবে।

খ. উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্ব ও কর্তব্য

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায়, উপপ্রকল্পের নির্দিষ্ট ধাপে পাবসসের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নীচে উল্লেখ করা হলোঃ

১) পরিকল্পনা প্রণয়ন ধাপ

- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ১০ টি পূর্বশর্ত পূরণ করা।

২) নির্মাণ ধাপ

- চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক দল (এলসিএস) গঠন করা ও মনিটরিং করা;
- পাবসস ও ইউপি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ০৭ সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে নির্মাণ কাজ মনিটরিং করা।

৩) **প্রথম বছর যৌথ পরিচালনা ধাপ**

- ওএন্ডএম-এর অর্থ সংগ্রহ করা;
- অবকাঠামোসমূহের যৌথ ওএন্ডএম কাজ করা।

৪) **টেকসই ওএন্ডএম ধাপ**

- অবকাঠামোসমূহের ব্যবহারিক মালিকানা গ্রহণ করা;
- ওএন্ডএম তহবিল গঠন করা ও সংগ্রহ করা;
- ওএন্ডএম-এর কাজ করা।

গ. পাবসস সদস্যদের সেবা প্রদানে দায়িত্ব ও কর্তব্য

সাধারণ সদস্যদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করা পাবসস এর একটি প্রধান লক্ষ্য। কয়েকটি প্রধান সেবা হচ্ছেঃ

১) কৃষি উন্নয়ন;
২) মৎস্য উন্নয়ন;
৩) বৃক্ষ সম্পদ উন্নয়ন;
৪) পুষ্টি;
৫) স্বাস্থ্য;
৬) মহিলা উন্নয়ন;
৭) পরিবার কল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল, শিশুকল্যাণ;
৮) ক্ষুদ্র ঋণ;
৯) পরিবেশ উন্নয়ন;
১০) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন।

৪.০ পাবসস ব্যবস্থাপনা

৪.১ পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটি

- পাবসস এর ব্যবস্থাপনা কমিটি ১২ সদস্য বিশিষ্ট হবে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়;
- নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ তিন বছর। তবে কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ তিন মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকতে পারবে।

৪.২ পাবসস-এর পদবীধারী নেতৃবৃন্দ

- সভাপতি;
- সহ-সভাপতি;
- সম্পাদক; এবং
- কোষাধ্যক্ষ।

৪.৩ পাবসস সভা

১) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা;
ক) ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভা
খ) ব্যবস্থাপনা কমিটির তলবী সভা

২) সাপ্তাহিক সভা;

৩) বার্ষিক সাধারণ সভা।

৪.৪ পাবসস-এর অধীন বিষয় ভিত্তিক উপ-কমিটি

১) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটি;

২) কৃষি উপকরণ উপ-কমিটি;

৩) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন উপ-কমিটি;

৪) ঋণ উপ-কমিটি;

৫) মহিলা উন্নয়ন উপ-কমিটি;

৬) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন উপ-কমিটি।

৫.০ পানি সম্পদ অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) কাজে পাবসস এর কর্মপরিধি

ক. পরিচালনা ও রক্ষণাক্ষেণ (ওএন্ডএম) ব্যয়

- নিয়মিত পরিচালনা ব্যয় (যেমন-পাম্প ভাড়া করা, বিদ্যুৎ,জ্বালানি তেল ব্যবহারের জন্য ব্যয়, গেইট অপারেটরের বেতন ইত্যাদি) এবং
- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (যেমন-বার্ষিক আগাছা পরিষ্কার, গিয়ারে গ্রীজ দেয়া, ছোটখাটো জরুরী মেরামত, গেইট রং করা, হয়েষ্ট সিস্টেম সার্ভিসিং ইত্যাদি) অবশ্যই পাবসসকে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল থেকে বহন করতে হবে।

খ. পরিচালনা ও রক্ষণাক্ষেণ (ওএন্ডএম) তহবিল

পাবসস পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল নিম্নলিখিত উপায়ে গঠিত হয়ঃ

১) বাস্তবায়ন চুক্তির আগে উপকারভোগীগণ কর্তৃক প্রদেয় সমুদয় অনুদান (মাটির কাজের ৩%, পাকা কাজের ১.৫% হারে) নির্বাহী প্রকৌশলী ও পাবসস-এর যৌথ মেয়াদী হিসাবে জমা হবে। (১ম মেয়াদী হিসাব)

২) হস্তান্তর করার সময় প্রথম মেয়াদী হিসাবের সমুদয় অর্থ (লাভ ব্যতীত) উপজেলা প্রকৌশলী ও পাবসস-এর অন্য একটি যৌথ হিসাবে জমা হবে। এই মেয়াদী হিসাব সংরক্ষিত ওএন্ডএম তহবিল হিসাবে গণ্য হবে। (২য় মেয়াদী হিসাব)

৩) পাবসস কর্তৃক সকল উপকারভোগীদের কাছ থেকে প্রতিবছর একর প্রতি আদায়কৃত সেচ চার্জ (অর্থ/ফসল) ও অন্যান্য উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ জমা রাখার জন্য পাবসস-এর সভাপতি ও সম্পাদকের স্বাক্ষরে একটি যৌথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (অপারেটিং একাউন্ট) সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। এই সঞ্চয়ী হিসাবে সংরক্ষিত তহবিল হতে হস্তান্তরের সময় প্রাপ্ত সমুদয় লাভ ও পরবর্তীতে বাৎসরিক লাভের অংশ জমা হবে।

গ. পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) কাজ

পাবসসের প্রধান উদ্দেশ্য হল পানি সম্পদ অবকাঠামোসমূহের ওএন্ডএম কাজ সঠিক ভাবে সম্পাদন করা। ওএন্ডএম এর জন্য প্রধান কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

১) সাধারণ ওএন্ডএম কাজ

- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটি গঠন করা;
- মাসিক সভার এজেন্ডাতে ওএন্ডএম সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা;
- ক্ষুদ্রঋণ ও লাভজনক কার্যক্রম থেকে লাভের অংশ যাতে ওএন্ডএম তহবিলে জমা দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা;
- পাবসস কর্তৃক ওএন্ডএম খাতে নিজস্ব তহবিল ও স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে খরচের হিসাব প্রস্তুত ও প্রেরণ;
- জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে এলজিইডি'র সাথে যোগাযোগ করা;
- প্রতি বৎসর নিয়মিত ও ছোটখাটো জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে ওএন্ডএম তহবিল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা;
- প্রতিটি উপ-প্রকল্পে তহবিল সংগ্রহের কি কি উৎস আছে তা চিহ্নিত করা।

২) পরিচালন কাজ

- গেইট ঠিকমত উঠা নামা করে কিনা তা বর্ষার পূর্বে নিশ্চিত করা;
- গেইট অপারেটর নিয়োগ করা;
- যে সকল উপ-প্রকল্পে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে সেখানে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরিচালনা ক্যালেন্ডার তৈরী করা এবং পানির চাহিদার সময় নির্ধারণ করে সে মোতাবেক গেইট পরিচালনা করা;
- গেইট পরিচালনার সময় পানি সমতল রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা;
- সেচের পানি সরবরাহের সময় উপকারভোগীদের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে তা নিরসনের লক্ষ্যে বিশেষ সভার ব্যবস্থা করা।

৩) রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

- প্রতি বৎসর বর্ষা শেষে ও বর্ষা আরম্ভের পূর্বে অবকাঠামো সরেজমিন পরিদর্শন করা;
- বর্ষা শেষে পরিদর্শনের আলোকে রক্ষণাবেক্ষণ প্ল্যান প্রণয়ন ও বাজেট নির্ধারণ করা;
- বাজেটে নিয়মিত ও জরুরী কাজ চিহ্নিত করা;
- রক্ষণাবেক্ষণের কাজ যাতে যথাসময়ে সমাপ্ত করা যায় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা;
- যে সকল জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সরকারি তহবিল থেকে করা হবে তা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষকের কাজ করা;
- স্বেচ্ছাশ্রমে আগাছা ও পলি অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে বিশেষ সভা করা;
- পাবসসের তহবিল থেকে যেসব রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়েছে, সমাপ্তির পর তা বিশেষ সভায় উপস্থাপন করা যাতে উপকারভোগীগণ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপারে সম্পৃক্ত হতে পারে।

৬.০ পাবসস এর ঋণ কার্যক্রম ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড

৬.১ ঋণ কার্যক্রম

ক. ক্ষুদ্র ঋণ (নগদ অর্থ) কার্যক্রম

পাবসস বিত্তবান ও বিত্তহীন উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংগঠন। কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনমূলক কাজে বিত্তবানরা অধিক উপকৃত হয়ে থাকেন। বিত্তহীনদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও আয়বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। বিশেষকরে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

খ. দ্রব্য ঋণ কার্যক্রম

যে সকল দ্রব্য, ঋণ হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে

- সেলাই মেশিন;
- গাভী, ছাগল, হাঁস-মোরগ;
- ভ্যান গাড়ী, রিকসা;
- ধান মাড়াই মেশিন ইত্যাদি।

চিত্র-৩ পাবসস-এর দ্রব্যঋণ হিসেবে সেলাই মেশিন নিয়ে জনৈকা সদস্য কর্মরত

গ. উপকরণ ঋণ কার্যক্রম

পাবসস তার কৃষকদের নগদ টাকা প্রদান না করে ভাল ফসল লাভের জন্য তাঁর চাহিদা মত ব্যবহারযোগ্য কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, কীটনাশক) কিনে দিবে।

৬.২ আয়বর্ধক কর্মকান্ড

পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও উপ-প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনে আয়বর্ধক কর্মকান্ড আবশ্যক। নীচে পাবসসের প্রধান আয়বর্ধক কর্মকান্ডসমূহ তালিকার মাধ্যমে গ্রুপ আকারে দেখানো হলোঃ

কৃষি

- সব্জি চাষ
- বীজ উৎপাদন
- *পাট চাষ
- চারা উৎপাদন
- ফল উৎপাদন
- রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপন
- ফুল চাষ
- কম্পোষ্ট সার উৎপাদন
- অর্থকরী ফসল উৎপাদন

মৎস্য/একুয়াকালচার

- পুকুরে মাছ চাষ
- উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ
- খাঁচায় হাইব্রীড জাতের মাছ চাষ
- নদীতে জাল ও নৌকার সাহায্যে মাছ ধরা
- মাছের নার্সারী/ পোনা লালন পালন
- কাঁকড়া চাষ/মোটাতাজাকরণ
- মাছ শুকানো
- মাছের খাবার উৎপাদন

প্রাণিসম্পদ

- গাভী পালন
- গরু মোটাতাজাকরণ
- ছাগল পালন
- ভেড়া পালন
- দেশী ও উন্নত সংকরজাতের মোরগমুরগী পালন
- খাঁচায় হাইব্রীড লেয়ার মোরগমুরগী পালন
- হাঁস পালন
- এক দিনের মুরগীর বাচ্চা পালন

অন্যান্য আয়বর্ধক কর্মকান্ড

উৎপাদন
- পাটজাত দ্রব্যাদি
- বাঁশের দ্রব্যাদি
- নারিকেল ও তাল পাতার হস্তশিল্প
- মোমবাতি তৈরী
- মাটির পাত্র তৈরী

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ
- চাল/ভুট্টার আটা তৈরী
- দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ
- কলার চীপ তৈরী
- জ্যাম,জেলী ও জুস তৈরী
- মশলা প্রক্রিয়াকরণ

কারিগরি জ্ঞানের মাধ্যমে আয়
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি স্থাপন/রক্ষণাবেক্ষণ
- ধাতুর কাজ/ঝালাইয়ের কাজ
- রাজমিস্ত্রির কাজ
- কাঠমিস্ত্রির কাজ
- রংয়ের কাজ

ক্ষুদ্র ব্যবসা বাণিজ্য
- মুদি দোকান
- ক্ষুদ্র খাবারের দোকান
- স্থানীয় দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ
- সব্জি/মাছ/হস্তশিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়
- বাজার/ফেরী ঘাটের ইজারা গ্রহণ

চিত্র-৪ পাবসস এর প্রধান আয়বর্ধক কর্মকান্ড

নোটঃ অঞ্চলভেদে উপরের কিছু বিষয় প্রযোজ্য হবে না।
তারকাচিহ্নিত আয়বর্ধক কর্মকান্ড বাস্তবে নাই, কিন্তু পাবসসসমূহে এসব কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (ওএন্ডএম) ও আয়বর্ধক কর্মকান্ডঃ পরিপূরক ও সম্পূরক সম্পর্ক

- ওএন্ডএম কার্যক্রমের সাথে দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসাবে পাবসস আয়বর্ধক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।
- আয়বর্ধক কর্মকান্ডের লভ্যাংশ ওএন্ডএম তহবিল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- লাভজনক ও ভাল আয়বর্ধক কর্মকান্ড পর্যাপ্ত ওএন্ডএম তহবিল গঠন নিশ্চিত করবে।
- ওএন্ডএম এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ড দুটিই বৃদ্ধি পেলে তা সিনারজি ইফেক্ট (Synergy effect) বাড়িয়ে দেবে।

চিত্র-৫ ওএন্ডএম ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড-পরিপূরক ও সম্পূরক সম্পর্ক

৭.০ দ্বন্দ্ব নিরসন (বিরোধ মিমাংসা)

উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে বিরোধ তৈরী হলে এবং তা পাবসসের পক্ষে সহজে সমাধান করা সম্ভব না হলেঃ

- বিরোধের বিষয় ইউডিসিসি সভায় পাবসস ও ইউডিসিসি সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে এবং
- ইউপি/ইউডিসিসি'র উদ্যোগে মধ্যস্থতা করা যেতে পারে।
- সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে উপজেলা দ্বন্দ্ব নিরসন কমিটিকে তা জানাতে হবে।

৮.০ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও উপ-প্রকল্পের বৃত্তান্ত

৮.১ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় পুরস্কার কি এবং কেন?

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় পুরস্কার নীতিমালা, ২০১১ অনুযায়ী সরকার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সাধারণতঃ এই পুরস্কার প্রতি বছর ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করা হয়। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে এ পুরস্কার দেয়া হয়ঃ

- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন এবং জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা;
- স্থানীয়ভাবে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রাম বাংলার দরিদ্র্য জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং
- নেতৃত্ব বিকাশ।

এ পুরস্কার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্টদের মাঝে এক সুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করবে। এর ফলে সফল পানি ব্যবস্থাপনা ও উপ-প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প থেকে স্থানীয় জনগণ দীর্ঘ মেয়াদে সুফল লাভ করতে পারবে।

৮.২ পুরস্কারের শ্রেণিবিভাগ ও ধরণ

১) পুরস্কারের শ্রেণিবিভাগ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে সফল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলোর চলমান কর্মতৎপরতার সফলতা এবং এলাকার আর্থ সামাজিক অংগনে তার প্রভাব মূল্যায়ন করে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কার বিতরণ করা হয়ঃ

ক) পানি সম্পদ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ সমিতি;
খ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমসহ টেকসই প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও পরিচালনায় শ্রেষ্ঠ সমিতি; এবং
গ) সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বদানকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।

উপরোক্ত তিনটি শ্রেণির প্রতিটি ক্ষেত্রে ১ম, ২য় এবং ৩য় এই তিনটি করে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২) পুরস্কারের ধরণ

পুরস্কারের শ্রেণি	পুরস্কারের ধরণ		
	১ম স্থান অধিকারী	২য় স্থান অধিকারী	৩য় স্থান অধিকারী
ক. পানি সম্পদ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ সমিতি	- পানি সম্পদ বৈশিষ্টমন্ডিত Crest-সহ একটি সম্মাননা পত্র - কুড়ি হাজার টাকার নগদ অর্থ	- পানি সম্পদ বৈশিষ্টমন্ডিত Crest-সহ একটি সম্মাননা পত্র - পনের হাজার টাকার নগদ অর্থ	- পানি সম্পদ বৈশিষ্টমন্ডিত Crest-সহ একটি সম্মাননা পত্র - দশ হাজার টাকার নগদ অর্থ
খ. ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সহ টেকসই উন্নয়ন ও পরিচালনায় শ্রেষ্ঠ সমিতি	- পানি সম্পদ বৈশিষ্টমন্ডিত Crest-সহ একটি সম্মাননা পত্র - কুড়ি হাজার টাকার নগদ অর্থ	- পানি সম্পদ বৈশিষ্টমন্ডিত Crest-সহ একটি সম্মাননা পত্র - পনের হাজার টাকার নগদ অর্থ	- পানি সম্পদ বৈশিষ্টমন্ডিত Crest-সহ একটি সম্মাননা পত্র - দশ হাজার টাকার নগদ অর্থ
গ. সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বদানকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব	- পানি সম্পদ বৈশিষ্টমন্ডিত Crest-সহ একটি সম্মাননা পত্র - দশ হাজার টাকার নগদ অর্থ	- পানি সম্পদ বৈশিষ্টমন্ডিত Crest-সহ একটি সম্মাননা পত্র - দশ হাজার টাকার নগদ অর্থ	- পানি সম্পদ বৈশিষ্টমন্ডিত Crest-সহ একটি সম্মাননা পত্র - দশ হাজার টাকার নগদ অর্থ

৮.৩ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও যোগ্যতা

১) প্রতিটি জেলা থেকে উপরে বর্ণিত তিন শ্রেণির বিপরীতে সর্বাধিক একটি করে নাম (সমিতির ক্ষেত্রে সমিতির নাম ও ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের নাম প্রস্তাব করা হয়)। মনোনয়নের জন্য সমিতি/ব্যক্তিকে নিম্নে বর্ণিত নূন্যতম যোগ্যতা অর্জন করতে হবেঃ

- বর্তমানে নীট উপকারভোগী খানার অন্ততঃ ৭০% পাবসস-এর সদস্য হতে হবে;
- কৃষি ও মৎস্য উন্নয়ন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা থাকতে হবে;
- বহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচিত ও বৈধ হতে হবে;
- ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক বৈঠক নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হতে হবে;
- সমিতির অফিসে যথারীতি রেকর্ড-পত্র সংরক্ষিত থাকতে হবে;
- সমিতির সদস্যবৃন্দকে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত ইস্যুকৃত পাসবই থাকতে হবে;
- সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের সন্তোষজনক অডিট প্রতিবেদন থাকতে হবে;
- সমিতি ও এলজিইডি'র প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ওএন্ডএম একাউন্ট থাকতে হবে;
- সমিতির হিসাব ব্যবস্থাপনা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে থাকতে হবে;
- সমিতির অধীন গ্রাম/পাড়া ভিত্তিক গ্রুপ গঠিত হয়েছে; এসকল গ্রুপের এবং বিভিন্ন উপ-কমিটির কার্যক্রম চালু থাকতে হবে;
- সমিতির উদ্যোগে ওএন্ডএম কার্যক্রম প্রশংসনীয় পর্যায়ে থাকতে হবে;
- সমিতির মূলধন প্রবৃদ্ধির হার ক্রমবর্ধমান ও সন্তোষজনক হতে হবে;
- সমিতির ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে ঘূর্ণায়মান তহবিলের পরিমান মোট মূলধনের অন্ততঃ ২ গুণ হতে হবে; এবং
- ব্যক্তি বিশেষ মনোনয়নের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অন্য সকলের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হতে হবে।

২) মনোনয়ন নীতিমালা অনুসরণপূর্বক পাবসস-এর কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে গঠিত জেলা পর্যায়ের কমিটি প্রাথমিক মনোনয়ন প্রদান করবে।

৩) জেলা ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির অনুমোদনক্রমে এ মনোনয়ন প্রস্তাব নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে প্রেরণ করবে।

৪) পাবসস-এর কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে গঠিত জেলা পর্যায়ের কমিটি প্রতিটি শ্রেণির বিপরীতে নিম্নে বর্ণিত মুল্যায়নের বিচার্য বিষয় বিবেচনা করে প্রাথমিক মনোনয়ন প্রদান করবে। প্রাথমিক মনোনয়নের সঠিকতা যাচাই করে জেলা ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটি তাদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করবে।

৫) মোট ১০০ নম্বরের বাছাই প্রক্রিয়ায় কমপক্ষে ৬০ নম্বর না পেলে কোন সমিতি/ব্যক্তিকে পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দান করা হবে না। পুরস্কার প্রাপ্ত কোন সমিতি/ব্যক্তিকে তিন বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দান করা হবে না।

৮.৩.১ জেলা পর্যায়ে মূল্যায়ন

পাবসস-এর কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে গঠিত জেলা পর্যায়ের কমিটি. যাতে জেলা সমবায় কর্মকর্তা কো-চেয়ারম্যান, বিদ্যমান গাইডলাইনস্ এর আলোকে কোন শ্রেণির পুরস্কারের জন্য উপযুক্ত পাবসস/ব্যক্তি প্রাথমিক মনোনয়নের সুপারিশ চূড়ান্ত করে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত জেলা ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির বিবেচনার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করবেন।

৮.৩.২ সদর দপ্তর পর্যায়ে মূল্যায়ন

জেলা ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির সভায় মনোনয়ন প্রস্তাব বিবেচনান্তে মনোনয়নের সুপারিশ চুড়ান্ত করে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটির বিবেচনার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ এলজিইডি'র প্রধান কার্যালয়ে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করবেন।

জেলা ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির প্রেরিত প্রতিবেদন ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী পূরণ সম্পর্কে কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরে প্রেরিত প্রতিবেদন এবং এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক প্রস্তুকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিবেচনান্তে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরের তিনটি শ্রেণির প্রতিটি ক্ষেত্রে ১ম, ২য় এবং ৩য় এই তিনটি পুরস্কারের বিপরীতে কেন্দ্রীয় কমিটি চুড়ান্ত মনোনয়ন প্রদান করবে।

৮.৪ জাতীয়ভাবে পুরস্কার প্রদান

৮.৩.২ মোতাবেক পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত সমিতি/ব্যক্তিত্বকে জাতীয়ভাবে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সুবিধামত সময়ে পুরস্কৃত করা হয়।

৮.৫ পুরস্কার প্রাপ্ত কয়েকটি পাবসস ও উপ-প্রকল্পের বৃত্তান্ত

পাবসসসমূহকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত কয়েকটি পাবসস এর বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য যে পরবর্তী বছর জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জনকারী অন্য পাবসসসমূহও জাতীয় পুরস্কার পেতে পারে।

৮.৫.১ পানি সম্পদ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ সমিতি শ্রেণিতে ২০১৪ সালে জাতীয় পুরস্কার

মাধবপাশা ড্রেনেজ উপ-প্রকল্প

উপজেলা ঃ বাবুগঞ্জ, জেলা ঃ বরিশাল।

চিত্র-৬ মাধবপাশা ড্রেনেজ উপ-প্রকল্পে বাস্তবায়িত পানি নিষ্কাশন ও সংরক্ষণ খাল পুনঃখনন

মাধবপাশা ড্রেনেজ উপ-প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জলাবদ্ধতা দূরীকরণ করে কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। উপ-প্রকল্পের মোট আয়তন হলো ৮৮৮ হেক্টর। উপ-প্রকল্প এলাকায় মোট খানার সংখ্যা ৮০৬। মাধবপাশা পাবসস লিঃ এর নিজস্ব মূলধন ৩,২৬,২৮০.০০ টাকা (শেয়ার ক্রয় বাবদ ৪২,৬৬০.০০ টাকা এবং সঞ্চয় বাবদ ২,৮৩,৬২০.০০ টাকা)। রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে জমা আছে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।)। উপ-প্রকল্পের ভিতরে রাজার খালের ৯টি শাখা খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। ৩০/১১/২০০৯ ইং তারিখে উপ-প্রকল্পটি পাবসস এর নিকট ব্যবহারিক মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। উক্ত শাখা খালে ছোট বড় ২০টি পাম্পের সাহায্যে সেচের মাধ্যমে ৫৮০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধা পাচ্ছে এবং জলাবদ্ধতা নিরসনের ফলে সেচ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচ অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে কৃষি উৎপাদন অর্থাৎ ধান, গম ও সব্জি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ধানের ফলন একর প্রতি প্রায় ১.২৫ টন বেড়ে গেছে। নিচু এলাকায় জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের সুযোগ হয়েছে। পাবসস এর শেয়ার ও সঞ্চয় নিয়মিত আদায়পূর্বক

তহবিল গঠন করে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধমে দরিদ্র সদস্যদের আয়বর্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সমবায়, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সমবায়, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, মহিলা বিষয়ক ইত্যাদি অধিদপ্তরসমূহ থেকে পাবসস সদস্যরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা পাচ্ছে। এই সমস্ত সহযোগিতার ফলে মহিলারা শীতকালীন শাক-সব্জি উৎপাদন বৃদ্ধি করছে। কৃষকেরা মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সার ব্যবহার, আইপিএম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ ও উন্নত জাতের মানসম্মত বীজ সংগ্রহ করে উৎপাদন খরচ কমাতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় জলাশয়ে মাছ চাষের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। পাবসস এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল ও স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে প্রতি বছর উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাস্তবায়ন করছে। পাবসস এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একজন হিসাবরক্ষক স্থায়ী ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। উপ-প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য ৬ সদস্যের একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৪ জন পুরুষ ও ১০ জন মহিলা সহ মোট ২৪ জনকে ২,৪৫০০০.০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৮ শতাংশ। ঋণের অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ, সময়মত কৃষি উপকরণ ক্রয়, হাঁসমুরগী ও গৃহপালিত পশু পালন করে সদস্যরা স্বাবলম্বী হচ্ছে।

চিত্র-৭ গ্রাম উপ-কমিটির সভা

৮.৫.২ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমসহ টেকসই প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও পরিচালনায় শ্রেষ্ঠ সমিতি শ্রেণিতে ২০১৪ সালে জাতীয় পুরস্কার

অগ্রণী সেচ এলাকা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প

উপজেলা ঃ সদর, জেলা ঃ চাপাইনবাবগঞ্জ

> এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত হিসেবে সমিতির ৩ হাজার ৮৪৬ জন মহিলা ও ৪ হাজার ৪ জন পুরুষ সদস্যদের মধ্যে মোট ১০,২৬,১৩,৭৫০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৮ শতাংশ।

অগ্রণী সেচ এলাকা উন্নয়ন (ক্যাড) উপ-প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেচ এলাকা বৃদ্ধি, সেচ খরচ হ্রাস এবং কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। উপ-প্রকল্পটি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের অধীন প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। উপ-প্রকল্পের মোট আয়তন হলো ৬৬৫ হেক্টর। উপ-প্রকল্প এলাকায় মোট খানার সংখ্যা ২,২৯৫টি। পাবসস এর মোট ২,০১৩ জন সদস্যের মধ্যে মহিলা ৮১০ জন। উপ-প্রকল্প এলাকায় নিকটবর্তী মহানন্দা নদী থেকে পানি উত্তোলন করে সেচ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য ২ হাজার ৯৮০ মিটার দীর্ঘ পাকা প্রধান সেচ নালা, ৬০০ মিটার দীর্ঘ পাকা শাখা নালা, ১টি সাইফুন, ৪টি কালভার্ট, ৩টি এ্যাকুইডাক্ট ও ১টি বক্স স্লুইস নির্মাণ করা হয়েছে। প্রধান ও শাখা নালা থেকে পানি ১১ হাজার মিটার দীর্ঘ কাঁচা নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া হয়। মহানন্দা নদী থেকে ৮টি পাম্পের সাহায্যে সরাসরি বা সিঙ্গল লিফট এবং

চিত্র-৮ ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে ছাগল পালন

বরেন্দ্র খাল থেকে ৭টি পাম্পের সাহায্যে ডবল লিফট এ সেচ দেয়া হচ্ছে। ফলে সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং পানির অপচয় রোধের কারণে সেচ খরচ কমেছে। সেচ অবকাঠামোর উন্নয়ন, পানি সরবরাহ বৃদ্ধি ও উন্নত কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ধান, গম ও সব্জি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ধানের ফলন একর প্রতি প্রায় ১ টন বেড়ে গেছে। নিচু এলাকায় জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের সুযোগ হয়েছে। পাবসস এর শেয়ার ও সঞ্চয় আদায় পূর্বক তহবিল গঠন করে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধমে দরিদ্র সদস্যদের আয় বর্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সমবায়, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে। এছাড়াও উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সমবায়, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, মহিলা ইত্যাদি অধিদপ্তরসমূহ থেকে পাবসসের সদস্যরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা পাচ্ছে। ফলে মহিলারা শীতকালীন শাক-সব্জি উৎপাদন বৃদ্ধি করছে। কৃষকেরা মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে সার ব্যবহার, আইপিএম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ ও উন্নত জাতের মানসম্মত বীজ সংগ্রহ করে উৎপাদন খরচ কমাতে সক্ষম হয়েছে। উপ-প্রকল্পে ৫ হাজার ৪০০টি ঔষধি, বনজ ও ফলজ গাছ রোপণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১ হাজার আম গাছ। এছাড়া স্থানীয় জলাশয়ে ৬ হাজার মাছের পোনা ছাড়া হয়েছে। পাবসস এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল প্রায় ১ হাজার ৫০০ মিটার শাখা নালা নির্মাণ, ১১ হাজার মিটার দীর্ঘ কাঁচা নালা রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপন ও সুপ্রশস্ত অফিস ঘর নির্মাণ করে সমিতি সফলতার পরিচয় দিয়েছে। সেচ সুবিধা নিশ্চিত করতে উপ-প্রকল্প এলাকায় ১৭টি গ্রামে ৬টি পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ তৈরি করেছে। এ পর্যন্ত মোট ১,৫৫,০১,৪৯৩ টাকা শেয়ার ও সঞ্চয় বাবদ আদায় হয়েছে। এ পর্যন্ত সদস্যদের মধ্যে মোট ১১ লাখ ২৭ হাজার ২৯৯ টাকা লভ্যাংশ বন্টন করা হয়েছে। সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ম্যানেজার, সুপারভাইজার, নৈশ প্রহরী, বৃক্ষ পরিচর্যাকারী, কর্মচারী ও পিয়ন স্থায়ী ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ১০ জন লাইনম্যান ও ৫ জন পাম্প অপারেটার বা ড্রাইভারকে মৌসুম ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমান পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে স্থিতি ১০ লক্ষ ২৫ হাজার ২২৭ টাকা। সেচ অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০১০ সালে ২৩ লাখ ও ২০১১ সালে ১৫ লাখ। সেচ বাবদ সিঙ্গল ও ডবল লিফট এলাকায় হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৩ হাজার ৩৫০ টাকা ও ৫ হাজার ৯০০ টাকা আদায় করা হয়। পূর্বের তুলনায় সিঙ্গল লিফট এলাকায় ২৫ শতাংশ ও ডবল লিফট এলাকায় ১০ শতাংশের উপরে সেচ চার্জ কমে গেছে। উপ-প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য তিন সদস্যের একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত হিসেবে সমিতির ৩ হাজার ৮৪৬ জন মহিলা ও ৪ হাজার ৪ জন পুরুষ সদস্যদের মধ্যে মোট ১০,২৬,১৩,৭৫০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৮ শতাংশ। ঋণের অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, সময়মত কৃষি উপকরণ ক্রয় বাবদ ব্যয়, হাঁসমুরগী ও গৃহপালিত পশু পালন এবং বৃক্ষ উৎপাদন করে সদস্যরা উপার্জন বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে।

চিত্র-৯ অগ্রণী সেচ এলাকা উন্নয়ন উপ-প্রকল্পে বাস্তবায়িত পাকা সেচ নালা

৮.৫.৩ সুষ্ঠ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বদানকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শ্রেণিতে ২০১৪ সালে জাতীয় পুরস্কার

নবগঙ্গা খাল উপ-প্রকল্প

উপজেলা ঃ সদর, জেলা ঃ চুয়াডাঙ্গা।

পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিঃ জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার, সদস্য

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের অধীন প্রথম পর্যায়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলায় নবগঙ্গা খাল উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উপ-প্রকল্পের মোট আয়তন ৭০৩ হেক্টর এবং এর ৮০ শতাংশ আবাদি জমি। আবাদি জমিতে উপ-প্রকল্প এলাকার নিকটবর্তী মাথাভাঙ্গা নদী থেকে নবগঙ্গা খাল দিয়ে পানি প্রবাহে সৃষ্ট বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বর্ষাকাল শেষে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও সেচের জন্য পানি সংরক্ষণের জন্য একটি ৩-ভেন্ট রেগুলেটর ও ৪টি পাইপ স্লুইস নির্মাণ ও ৩৪৬০ মিটার দীর্ঘ খাল পুনঃখনন করা হয়েছে, ফলে আমন ধান বন্যায় ক্ষতি থেকে রক্ষা পাচ্ছে। সময়মত পানি নিষ্কাশন ও সেচের জন্য পানি সংরক্ষণের জন্য ভুট্টা, সব্জি, আখ, কলা, পান ইত্যাদি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে। পাবসস-এর উদ্যোগে উপ-প্রকল্প এলাকার খালের দুই পাড়ে ১০ হাজার গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। খালে মাছ চাষ হচ্ছে। সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয় বাবদ মোট মূলধন ৫৯,২৩,৮৪৫ টাকা। সমিতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে মোট ১,০৮,১৬৯ টাকা জমা ছিল। নবগঙ্গা খাল উপ-প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ২৫ জন সদস্যকে ১ লাখ টাকা প্রদানের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুরু করেন। সমিতির দুস্থ, ভূমিহীন ও দিনমজুর সদস্যরা ঋণ নিয়ে উপার্জন বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে। ঋণ গ্রহণে মহিলাদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা সদস্যরা মুদি দোকান, কাঠের আসবাব তৈরি, কাপড় বিক্রয় ও অন্যান্য ব্যবসা, সব্জি ও কলার চাষ, কৃষি উপকরণ সংগ্রহ, মুরগী খামার, ছাগল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ, রিক্সা ভ্যান তৈরি, সেলাই মেশিন ক্রয় ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করেছে। এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৩,৪৬১ জন মহিলা ও ২,৪৮৭ জন পুরুষ সদস্যসহ মোট ৫,৯৪৮ জন। ক্রমপুঞ্জিত ঋণের পরিমাণ ৭,৪৩,০০০০০ টাকার উপরে। ঋণ আদায়ের হার ৯৯ শতাংশের বেশি। সমিতির একটি সদস্য কল্যাণ তহবিল আছে। সদস্যদের কম খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। শীতকালে গরীবদের মধ্যে গরম কাপড় বিতরণ করা হয়। সমিতির প্রায় ৩৭ জন ক্ষুদে (বালক ও বালিকা) সদস্য আছে। এই সদস্যরা নিয়মিত সঞ্চয় করে থাকে। তাদের জন্য আলাদা কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। সমিতির সদস্যদের বাড়ীর নলকূপের পানি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিনা মূল্যে আর্সেনিক মাত্রা পরীক্ষা করানো হচ্ছে। স্থানীয় এক হাজার ৭০০ যুবককে এইচআইভি/এইডস বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সমিতির কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবসহ টেলিফোন, টেলিভিশন ও কম্পিউটার আছে। সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে নির্বাচিত হয়েছে এবং একই বছর ডিসেম্বর মাসে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ অডিটের তারিখ ৩ অক্টোবর ২০১৩।

চিত্র-১০ নবগঙ্গা খাল উপ-প্রকল্পে বাস্তবায়িত রেগুলেটর

চিত্র-১১ সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি আদায়

(একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউনিয়ন পরিষদ-২ শাখা

নং-৪৬.০১৮.০৩১.০০.০০.০০২.২০১১.৬০৮ তারিখঃ-১৪.০৩.২০১৩ইং

সংশোধিত পরিপত্র

বিষয়ঃ **ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি।**

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৯৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করা হলঃ

২। ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (UDCCs)র গঠন ঃ

১	চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সভাপতি
২	ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য	সদস্য
৩	ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিসমূহের সভাপতিগন	সদস্য
৪	উপ-সহকারী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৫	সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৬	উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৭	ভেটেরেনারী ফিল্ড এ্যাসিসট্যান্ট, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৮	ভেটেরেনারী ফিল্ড এ্যাসিসট্যান্ট (কৃত্রিম প্রজনন), প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৯	ফিল্ড এসিসট্যান্ট, মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য
১০	উপ-সহকারী কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১১	স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১২	সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৩	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
১৪	পরিবার কল্যাণ সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫	ইউনিয়ন সমাজকর্মী, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৬	ইউনিয়ন দলনেতা, আনসার ও ভিডিপি	সদস্য
১৭	টিউবওয়েল মেকানিক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৮	কমিউনিটি অর্গানাইজার, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১৯	মাঠ সংগঠক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
২০	ম্যারেজ রেজিস্ট্রার(কাজী) [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত]	সদস্য
২১	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ জন)	সদস্য
২২	ইউনিয়ন এলাকার মাঠ পর্যায়ে কর্মরত এনজিও প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
২৩	গ্রাম সংগঠনের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
২৪	স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
২৫	ইমাম ও ধর্মীয় নেতাদের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
২৬	নারী প্রতিনিধি (২ জন)	সদস্য
২৭	Union Development Officer (UDO)	সদস্য
২৮	হেডম্যান (১ জন) শুধুমাত্র পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য প্রযোজ্য	সদস্য
২৯	কারবারী (১ জন) শুধুমাত্র পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য প্রযোজ্য	সদস্য
৩০	ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	সদস্য-সচিব

২.ক. উপজেলা পর্যায়ের দপ্তর প্রধানগণ ইউনিয়ন উন্নয়ন কমিটিতে ইউনিয়নওয়ারী সদস্য মনোনয়ন প্রদান করবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ সভায় আলোচনা করে সদস্য মনোনীত করবে। সকল সদস্য মনোনীত হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদ এ কমিটি সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

৩. ন্যুন্যপক্ষে প্রতি দু'মাসে একবার ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৪. ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার সকল সিদ্ধান্ত উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে।

৫. ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির কার্যাবলীঃ

(১) ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সাধারণভাবে ইউনিয়নের সকল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় করবে;

(২) ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৩) ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সকল বিভাগীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তাপ্রদান করবে;

(৪) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে বিদ্যমান সেবা প্রদান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে; বাস্তবভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ বা ইউনিয়নে কর্মরত সকল উন্নয়ন সহযোগীর মাধ্যমে নিরূপিত চাহিদা পূরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করবে;

(৫) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে সকল উন্নয়ন সহযোগী থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহারে সমন্বয় সাধন করবে;

(৬) স্থানীয় জনসাধারণের সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, সেবা সরবরাহ কেন্দ্র, উপজেলা পরিষদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিবর্গের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করবে;

(৭) স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(৮) ইউনিয়ন এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের মুল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(৯) স্থানীয় উন্নয়নে উদাহরণ সৃষ্টিকারী ভাল শিক্ষণসমূহের তথ্য সংগ্রহ এবং নিজ এলাকায় বাস্ত বায়নযোগ্য শিক্ষণসমূহ পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে যাচাই ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(১০) ইউনিয়নবাসীর জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬. সভা অনুষ্ঠানের ০৩ কার্যদিবসের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করতে হবে এবং ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত কার্যবিবরণী উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। কার্যবিবরণী প্রস্তুতে নিম্নোক্ত "ছক" ব্যবহার করা যেতে পারেঃ

ক্রমিক নং	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/ব্যক্তি

৭. প্রতিটি সভার অন্ততঃ ০৭ কার্যদিবস পূর্বে বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা যেতে পারে।

৮. কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করতে পারেঃ

(ক) বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;

(খ) বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি;

(গ) বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থাওয়ারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(ঘ) ইউনিয়ন এলাকার সেবা সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা, উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি আলোচনা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ঙ) পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচী নির্ধারণ;

(চ) বিবিধ।

৯. প্রতিবেদনঃ

প্রতি ০৩ টি সভার প্রধান প্রধান আলোচনা, সিদ্ধান্তসমূহ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্বলিত একটি প্রতিবেদন উপজেলা পর্যায়ের সকল অফিস প্রধান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

১০. জনস্বার্থে এ পরিপত্র জারী করা হল এবং এই পরিপত্রের বিধানাবলী অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(শামীমা নার্গিস)
যুগ্ম-সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪৬৩২

বিতরণঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল), বিভাগ........................ ।

২। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। জেলা প্রশাসক (সকল), জেলা........................... ।

৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), উপজেলা.................................... ।

৫। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল), উপজেলা............................... জেলা..................... ।

৬। .... ।

Japan International Cooperation Agency

Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management through Integrated Rural Development (JICA-LGED TA Project)

LGED HQ, RDEC Bhaban (Level-6), Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207